Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, July–December 2019
ISSN 2519-5816

নারী নির্যাতন ও সহিংসতা মোকাবেলায় আইন সহায়তা কার্যক্রমের ভূমিকা ও এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ: ঢাকা শহরে পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল

মুনমুন নাহার*, মোস্তফা হাসান**

Abstract: Torture and violence against women is one of the major threats to achieve human rights in our society as well as the SDG *in* Bangladesh. Government and some NGOs are providing legal aid services (LAS) but the accessibility and effectiveness of these LAS should be assed. Thus the objective of the study was to know the scope of LAS for the destitute women of Dhaka city; to know the hindrances to receive the LAS by them; and to find out some recommendations to eradicate the hindrances. Following the social survey method this study selected 205 respondents from 8 LAS provider agencies. Result of the study shows that an overholming 95% of the LAS recipients faced *t*orture and violence in their family. Only about 47% keep continue the LAS and majority of them are not happy with present LAS. They have shown many hindrence like discooparation of family, delaying in settle cases, insecurity-feeling for future, etc and also made some recommendations to overcome the drawbacks like appoint skilled manpower in LAS offices, realistic legal amendment, time minimization for case settlement, etc.

১. ভূমিকা

সমাজের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতা অন্যতম এবং সেটি নতুন কোন সমস্যাও নয়। নারী নির্যাতন হচ্ছে নারীর প্রতি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। সুদূর অতীতে নারী যে এক সময় কর্তৃত্বের অংশীদার ছিল কিংবা পুরুষতন্ত্রের অধীনে ছিল না ইতিহাসে এর সমর্থন রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নারীর ওপর পুরুষ আধিপত্যের সূচনা হওয়ার ধারণাটিকে বর্তমানে অনেকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সমাজবিজ্ঞানী এঙ্গেলস এই সময়কালকে নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পুরুষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময়কালও শান্তিপূর্ণ ছিল না। 'অনেক নির্মম ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে নারীর আধিপত্য খর্ব করা হয়েছে, অন্যদিকে মতাদর্শিক আগ্রাসনের মাধ্যমে তার অধঃস্তনতা যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরের লিঙ্গও পরিবর্তিত হয়েছে, কর্তৃত্ব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে'।[১] বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীর শারীরিক, মানসিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লংঘনের একটি ভয়াবহ রূপ।

* এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ
** অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে নারী এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের মূল সুরই হচ্ছে নারী-পুরুষে বৈষম্য না করে সকলের জন্য সম অধিকার প্রতিষ্ঠা এনং সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় ৩য় প্যারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" অন্যদিকে সংবিধানের ৩য় ভাগ- যেখানে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। " একই অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩১ (২) তে সকল নাগরিকের আইনের সমান অধিকার লাভ এবং ৩৫ (৩) এ দ্রুত ও ন্যায় বিচার লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।[২] অন্যদিকে, যেমনটা মো. আছাদুজ্জামান তাঁর Access to Justice and Legal Aid in Bangladesh প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, জাতিসংঘ অন্যান্য অনেক আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণাপত্র বা দলিলেও এই অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। তাঁর মতে, "Articles 7, 8 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights1966, Articles 6(1) and 20(1) of the Commonwealth of Independent States Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms1995. Article 9 of the Arab Charter on Human Rights 1994, Article 3 of the African Charter on Human and People Rights 1981, Article 24 of the American Convention on Human Rights 1978"[৩] সুতরাং নারী অধিকার ও সেই অধিকার আদায়ে ন্যায় বিচার পাওয়ার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আইনগতভাবেও স্বীকৃত।

নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা যে কোন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। উইকিপিডিয়া'র মতে, "নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে এমন একটি সহিংস অপরাধ প্রবনতা যা কেবলই নারী বা বালিকাদের উপরেই করা হয়। এ রকম সহিংসতাকে সাধারনত ঘৃণামূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়- যা নারী বা বালিকাদের উপর করা হয়ে থাকে কেননা তারা নারী।... এরকম সহিংসতাকে প্রায়ই নারীকে সমাজে বা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের অধীনস্ত করার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়...।"[৪] অন্যদিকে গবেষকরা তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন, নারীর প্রতি সহিংসতার অনেকগুলো ধরন রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে শারীরিক আঘাত বা হুমকী, যৌন অপব্যবহার, মানসিক অপব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ বা উদ্ধত আচরণ (domineering), হুমকী (intimidation), হামলা (stalking), নিষ্ক্রিয় বা গুপ্ত অপব্যবহার (passive/covert abuse), এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনাসমূহ অন্যতম।[৫] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নারীর প্রতি সহিংসতার নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নারীর জন্ম থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সকল পর্য়য়ে নারীর প্রতি সহিংসতার বভিন্ন ধরন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছে।[৬]

এই সহিংসতা মোকাবেলায় সমন্নলিত আইনি উদ্যোগগুলোর মধ্যে 'আইন সহায়তা' অন্যতম। কোন ব্যক্তি যখন কোনো দেশের সরকার পক্ষ বা কোন সংস্থা থেকে তার অধিকার লাভের ব্যাপারে আইনগত বিষয়ে সেবা সহায়তা পায় তখন তাকে 'আইনগত সহায়তা' বলা হয়। সেজন্য আইন সহায়তাকে মানবাধিকার বাস্তবায়নের একটি কৌশল বা উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতের 'Report of the Legal Aid Committee..' এর বিচারপতি P. N. Bhoguati বলেন যে, আইনগত সহায়তা হলো "...an effective legal assistance programme is not essential in

the maintenance of the dmocratic way of life and he rule of law but also (in a poor country like ours) a socio-economic necessity।[৭] সামগ্রিকভাবে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই ন্যায় বিচার পাবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যদি অর্থনৈতিক সংকট, অভাব বা দারিদ্রতার কারণে কোন নাগরিক তার আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত বৈধ অধিকার লাভের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে তবে এই গণতান্ত্রিক ধারণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটেই আইন সহায়তা সেবার অবতারণা। New Encyclopedia Britannica-য় বলা হয়েছে, "Legal aid is as the professional legal Assistance given, either free or for a nominal sum, to indigent persons in need of such help …"।[৮] অর্থাৎ যারা নিঃস্ব, গরীব এবং উপায়হীন অথবা যারা অর্থের অভাবে তাদের কোন আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তাদেরকে দেওয়া আইনগত সহায়তাকে লিগ্যাল এইড বা আইন সহায়তা বলে। 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' অনুযায়ী সরকারি ভাবে আইনগত সহায়তা হলো আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ ব্যক্তিকে- কোন আদালতে দায়ের যোগ্য, দায়ের হয়েছে বা বিচার চলছে এমন মামলায় আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান; আইনজীবীর ফিস বা মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদান; ও নিযুক্ত মধ্যস্ততাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান।[৯] লিগ্যাল এইড এ্যাক্ট, ২০০০ এর সেকশন ২(এ) অনুযায়ী, "Legal Aid means providing legal advice, paying lawyer's fees and cost of litigation including providing any other assistance to those who suffer financial insolvency, destitution, helplessness or, are unable to access justice due to various socio-economic conditions".[১০]

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি উভয় পর্যায়ে আইন সহায়তা র্কাযক্রম পরিচালিত হয়। আর তাই বর্তমান গবেষণায় আইন সহায়তা কার্যক্রম বলতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত আইন সহায়তা সেবার কর্ম উদ্যোগ ও কার্যক্রমগুলোকে বুঝানো হয়েছে এবং বর্তমান প্রবন্ধে নারী নির্যাতন ও সহিংসতা মোকাবেলায় বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত আইন সহায়তা[১১] কার্যক্রমের ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা বা সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে সেবা প্রদানে বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলার পন্থা অন্বেষনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ও আইন সহায়তার প্রয়োজনীয়তা

নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি বিশ্বব্যাপী বিরাজমান সমস্যা। সমগ্র বিশ্বজুড়ে তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজনকে হয় মারা হয়েছে, না হয় জোরপূর্বক যৌনক্রিয়ায় বাধ্য করা হয়েছে, বা অন্য কোনভাবে তার জীবনে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে যেখানে নির্যাতনকারী কোনভাবে তার পরিচিত ছিল।[১২] বাংলাদেশে বর্তমানে এই সহিংসতার ঘটনা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। 'পরিবার শান্তির নীড়' এই কথাটি প্রবাদে থাকলেও ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সকল স্তরের নারীরাই পরিবারে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। বিয়ের আগে পিতা-মাতার সংসারে নানা অনুশাসন, বিধি-নিষেধ, শারীরিক নির্যাতন, এমনকি নিকটাত্মীয় কর্তৃক যৌন হয়রানি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে প্রবল। বিয়ের পর নারীকে মুখোমুখি হতে হয় নতুন চ্যালেঞ্জের। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে যৌথ পরিবারে নারী শুধু স্বামী নয় তার আত্মীয়-স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হলে গঞ্জনার শিকার হতে হয়। পরিবারের পরিচারিকাগণও নানা ভাবে নির্যাতিত হন।

পরিচারিকা নিয়োগদানের সময় 'পরিবারের সদস্যদের মতো থাকবে'- এ রকম নানা ভাবালুতা দিয়ে আকৃষ্ট করা হলেও পরবর্তী সময়ে এদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ চলতে থাকে। ইদানীং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন, ছাত্রী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, প্রশিক্ষণের নামে এনজিও প্রতিষ্ঠানে নারী ধর্ষণ ইত্যাদি খবর সাম্প্রতিককালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে মানুষ যা ভাবেনি তা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে। সমাজে পথ চলায় নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ছিনতাইকারীর ভয় ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের আচরণ, চাহনি, অযাচিত ইঙ্গিত, অযাচিত স্পর্শ, কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ, টিপ্পনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নারীকে প্রলুব্ধ করে ছল-চাতুরি, প্রবঞ্চনা কিংবা বলপ্রয়োগে গর্ভবতী করিয়ে কিংবা সন্তান জন্মদানের পর পিতৃত্বকে অস্বীকার করে, সমাজের সালিশ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিবাহিত জীবনে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ নারী যেমন পরিবারে ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হন- অন্যদিকে একপেশে ফতোয়ার দ্বারা অভিযুক্ত নারীর চুল কেটে দেয়া, মাথা নেড়া করা, জুতা মারা, দোররা মারা, পাথর ছুঁড়ে মারা তথা সমাজচ্যুতির রায় দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করে তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া কিংবা পতিতা বৃত্তির মতো অগ্রহণযোগ্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারি মানববাধিকার প্রতিষ্ঠান 'অধিকার'। অধিকার তাদের ২০১৯ সালের বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে "Violence against women in Bangladesh is widespread and political influence; administrative failure and lack of social resistance and implementation of laws are the main reasons that lead to the perpetrators going free. Odhikar closely monitors the overall situation of women and girls in Bangladesh and documents the issues relating to violence against women, in particular, dowry violence, rape, acid violence and stalking (sexual harassment)".[১৩] সাম্প্রতিক কালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এক সময় কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহনকে সমালোচনা করা হলেও বর্তমানে এ ধারণায় পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কর্মজীবী ও শ্রমজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে- গার্মেন্টস সেক্টরে, নির্মাণ কাজে, অফিস আদালতে এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে (informal sector) ও কারখানার উৎপাদনে। এসব সমস্যা নির্মাণ শ্রমিক কিংবা কারখানা শ্রমিকের বেলায়ও প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সকল নারী অফিস আদালতে কাজ করেন তারাও বিভিন্নভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সহকর্মীর দ্বারা যৌন হয়রানির ও অপমানের স্বীকার হয়ে থাকেন।

উপরোক্ত নির্যাতন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠী, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশ্রয়ে বিভিন্ন সময়ে নারীর ওপর সহিংস আচরণ করেছে। কয়েক বছর পূর্বে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যাকে নারী সংগঠন ও সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিরাপত্তা হেফাজতের নামে থানায় আটকে রেখে নারীর ওপর সহিংস আচরণের ঘটনাও নতুন নয়। বাংলাদেশ গৃহাভ্যন্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, পথ চলায় নারী প্রায়শ যে সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছেন তার অনেকেটাই অপ্রকাশিত থেকে যায়। নারী পাচার, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন, জোরপূর্বক পতিতা উচ্ছেদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে এবং রাস্তাঘাটে সংঘটিত হয়রানি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। মানবাধিকারের বিভিন্ন দিকসহ নারী অধিকারের বিষয়টি বিষদভাবে পর্যবেক্ষণ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মূল্যায়নে ২০১৯ সালের নারী অধিকার পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট খারাপ। এই রিপোর্ট

অনুযায়ী–

> "... সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীর ওপর সহিংসতা– বিশেষ করে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা, যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তকরণ ঘটনার সংখ্যা, ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তারা দেখিয়েছেন, "গত বছরের (২০১৮৮) তুলনায় এ বছরে (২০১৯২০১৯) প্রায় দ্বিগুন সংখ্যক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালে সারাদেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন মোট ১৪১৩ নারী। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৭৬ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ১০ জন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন মোট ৭৩২ নারী এবং ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ৮১৮। উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানী ক্ষেত্রেও ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে ২০১৯ সালে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌন হয়রানী ও উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়েছেন ২৫৮ নারী। এ বছর উত্ত্যক্তকরণের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ১৮ নারী। এ ছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৪ নারীসহ খুন হয়েছেন ১৭ জন (নারী-পুরুষ)। ২০১৯ সালে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ১৬৭ নারী। যার মধ্যে নির্যাতনের কারণে মারা যান ৯৬ জন এবং আত্মহত্যা করেন ৩ জন। অন্যদিকে এ বছর পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ৪২৩ নারী। ২০১৯ সালে ৩৪ নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের পরবর্তী সময়ে মারা যান ১ নারী। অন্যদিকে এ বছরে অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ১৯ নারী।[১৪]

বলা হচ্ছে দেশে বর্তমানে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। আর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন স্বামীর দ্বারা। কিন্তু পারিবারিক সম্মানসহ বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে অধিকাংশ নারী নীরবে এ নির্যাতন সহ্য করেন, যদিও সর্বশেষ সরকারি জরিপের ফল বলছে দেশে গত চার বছরে বিবাহিত নারীদের নির্যাতনের হার কমেছে ৭ শতাংশের মতো।[১৫] এহেন সামাজিক বাস্তবতায় আইন সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তার এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করে R. N. Sharma বলেছেন, "Legal Aid is very essential for the survival of healthy democracy, which is founded of the equality, dignity and worth of man as a live and valuable component of the society..."[১৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদ এই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে যে, আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভে অধিকারী। দরিদ্র মানুষ যখন জেল হাজতে বা পুলিশের হেফাজতে থাকে এবং আইনজীবী নিয়োগ করতে না পারায় আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সমান সুরক্ষা এবং আইনকে সমান ব্যবহারের সুবিধা কাগুজে বাঘে পরিণত হয়। "আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র বিচার প্রার্থী যারা বছরের অর্ধেকের বেশি সময় উপোস অবস্থায় দিন পার করে; তারা কোন আইনজীবীর চেম্বার পর্যন্ত পৌঁছাতেই সমর্থ হয়না এবং অনেক ক্ষেত্রে যে কোন রকম উপকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে কোন রকম আইনী সহায়তা ছাড়াই জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবিচারের দহন ও যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে যায়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সমান আশ্রয় লাভের মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়"।[১৭] দি ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস তাদের এক নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেছে যে, "The Constitution ensures that all citizens are equal before law and are entitled to have equal protection of law. But the reality is different. A large number of people are not financially solvent nor do they have any other logistic support to get the appropriate service from the judicial system. In this way, protection by law and access to law have remained only on paper as an indigent person finds him/herself helpless in police custody or jail and he/she cannot afford a lawyer to defend himself/herself. Legal aid is a tool for ensuring access to justice for those who are unable to afford legal advice or legal representation in formal courts".[১৮] এই সমাজ বাস্তবতায় বাংলাদেশে বিশেষত নারীদের জন্য আইন সহায়তা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

ঢাকা শহরে নারী নির্যাতন ও সহিংসতার নানা দিক পর্যালোচনা ও তা মোকাবেলায় আইন সহায়তা কার্যক্রমের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণামূলক প্রতিবেদন, আইন সহায়তা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

ক) শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী (২০০৫) স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট থেকে "পারিবারিক নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘন এবং অপরাধ" বিষয়ক গবেষণাধর্মী একটি বই প্রকাশ করেন যেখানে নারীর প্রতি নির্যাতন ও নির্যাতনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৯]

খ) 'বাংলাদেশের জেন্ডার বাজেট ২০১৫-১৬' শিরোনামে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটিতে নির্যাতিত নারী, এ সম্পর্কিত কতিপয় আইন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং আইন ও বিচার বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[২০]

গ) মানসুরা হোসাইন (২০১৬) প্রথম আলো পত্রিকায় একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ শুধু নারীদের সচেতন করলে হবে না, সবচেয়ে জরুরি পুরুষ ও যুবকদের সচেতন ও সম্পৃক্ত করা। এছাড়া নারী নির্যাতনকে পারিবারিক বিষয় বা ঘরোয়া ব্যাপার বলে চুপ করে থাকলে চলবে না। মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্রও উঠে এসেছে এই জরীপে।[২১]

ঘ) মোঃ আসাদুজ্জামান গবেষণা প্রতিষ্ঠান Academia হতে ২০১৯ সালে "Access to Justice and Legal Aid in Bangladesh" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২২] মাধ্যমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত এই প্রবন্ধে তিনি দেখান আইন সহায়তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে আইন সহায়তার অবস্থান , আইন সহায়তার নানান বিধি-বিধান ও এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলোর অবদান।

ঙ) www.lawyersnjurists.com ওয়েব পেজে "Free Access to Justice for the Poor through Legal Aid: Bangladesh Perspective" শিরোনামে একটি প্রবনন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[২৩] এই প্রবন্ধে আইন সহায়তার ধারণা ও তার গুরুত্ব, আইনের চোখে সমতা প্রতিষ্ঠায় আইন সহায়তার ভূমিকা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনে আইন সহায়তার অবস্থান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বেশিরভাগই রিভিউ স্টাডি, প্রাথমিক তথ্য নিয়ে কাজ নয়। অন্যদিকে শেষোক্তটি বাদে এ কাজগুলোর কোনটিই আইন সহায়তা সেবা কার্যক্রমের উপর তেমনভাবে করা হয়নি। সকলেই নারীর প্রতি নির্যাতনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন এবং নারী নির্যাতন, নারীর অধিকার, নারীর আইনী অধিকার এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া নির্যাতন পরিস্থিতি, তার কারণ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এসমস্ত গবেষণা প্রকাশনা ও প্রবন্ধতে নারীকে আইন সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত করার কোন পরিকল্পনা বা পরামর্শ পাওয়া যায় না। নারী অত্যাচারিত কেন হচ্ছে তা জানা গেলেও অত্যাচারিত হওয়ার পর আইন সহায়তা চাইতে আগ্রহ কিংবা কিভাবে পেতে পারে বা আইন সহায়তা নিলে উপকারিতা কী বা আইন সহায়তা সেবা একজন অত্যাচারিত নারীর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ- সেসব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়নি। আর তাই বর্তমান গবেষণায় আইন সহায়তা সেবার প্রতি দুঃস্থ নারীদের আকাঙ্ক্ষা, সেবা গ্রহণের মানসিকতা, সেবা গ্রহণের সফলতা, সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণা সাহিত্যে পর্যালোচনায় প্রাপ্ত অসম্পূর্ণতাকে ভিত্তি করেই বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে। তাই একই সাথে এটি প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক।

৪. বাংলাদেশে জাতীয় আইনগত সহায়তায় নারী

জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচার ও প্রসারের ফলে ঢাকা শহরের অনেক নারীই আইন সহায়তা ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছেন। জাতীয় লিগ্যাল এইড পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারাদেশে ১,০১,৭৬০ জন নারী লিগ্যাল এইড এর সহযোগিতা নিয়েছেন এবং সুপ্রীমকোর্ট লিগ্যাল এইড ২০১৫ সালে চালু হওয়ার পর হতে ৭৬৬টি মামলা পরিচালনা করা হয়।[২৪] আইনগত সহায়তা প্রার্থী নারীদের মধ্যে বেশিরভাগই পারিবারিক সমস্যায় সমাধানের জন্য আসে। যার মধ্যে দেনমোহর, ভরণপোষন, যৌতুকের জন্য মারধার, সন্তানের জিম্মাদার ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। আইন সহায়তায় নারীদের সমস্যাগুলো অনেক সংবেদনশীল বিধায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী এডভোকেটের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তির চেষ্টা করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে জটিল মামলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। সারাদেশের তথ্য পরিসংখ্যানে সরকারি আইন সহায়তা সেবার চিত্র লক্ষ্যণীয়। দেশব্যপী ৬৪টি জেলার পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০৯ থেকে ২০১৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ২৯২,৯৯২ জন সাহায্যার্থীকে আইন সহায়তা প্রদান করা হয়। যেখানে শুধুমাত্র নারী সাহায্যার্থীর সংখ্যা ১০২,৩০০ জন এবং মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৭৬,১৮৬ টি।[২৫]

জাতীয় আইনগত সহায়তা বাস্তবায়নের জন্য মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। এর আওতায় দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস (OCC) স্থাপন করা হয়েছে।[২৬] নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ আইসিসি সেল এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারসমূহের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩১ হাজার ৩৬ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ন্যাশনাল ট্রমা ও কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ১ হাজার ১৫৩ জন এবং ন্যাশনাল হেল্প লাইন (১০৯২১) এর মাধ্যমে ৫৪ হাজার ৫১১ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীদের দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল ফরেনসিক (DNA) ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি এবং দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা করার জন্য ৭টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ডিএনএ ক্রিনিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জানুয়ারী ২০১৫ তে ২৮০৭টি ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে।[২৭]

৫. গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন সহায়তা সেবা গ্রহণে ঢাকা শহরে নারীদের সচেতনতার পরিমাণ, সেবার পরিধি ও সেবা গ্রহণে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ জানা এবং এই সেবাসমূহ কার্যকর করতে করণীয় সম্পর্কে মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এই সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো নির্দিষ্ট করা হয়:

(ক) আইন সহায়তা সেবাগ্রহীতাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে জানা;
(খ) ঢাকা শহরে দুঃস্থ নারীদের আইন সহায়তা সেবার পরিধি সম্পর্কে জানা;
(গ) আইন সহায়তা সেবা গ্রহণে দুঃস্থ নারীদের অনুভূত অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে জানা; এবং
(ঘ) আইন সহায়তা সেবা গ্রহণে বিদ্যমান অসুবিধা মোকাবেলার সুপারিশ প্রণয়ন।

৬. গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি একটি তথ্য উৎঘাটনমূলক সামাজিক জরিপ যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকারের তথ্য উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে আইন সহায়তাপ্রার্থী নারীর কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্মরণীকা, বার্ষিক রিপোর্ট, প্রতিবেদন, নারী নির্যাতন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকার কলাম, ফিচার, সংবাদ, গবেষণা প্রবন্ধ, বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় বহুপর্যায়ী নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ঢাকা শহরে অবস্থিত বিভিন্ন আইন সহায়তা কেন্দ্রের মধ্যে স্বনামধন্য ৮টি প্রতিষ্ঠানকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে সেসব প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আইন সহায়তা গ্রহণকারী, পূর্বে সেবা গ্রহণ করলেও বর্তমানে অনিয়মিত নারীদের মধ্য থেকে নমুনা নির্বাচন করে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। ১ম পর্যায় নির্বাচিত ৮টি প্রতিষ্ঠানের আইন সহায়তা কার্যক্রমের আওতাভূক্ত একটি করে এলাকা নির্বাচন করে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রি বই থেকে সাহায্যার্থী নারীর তালিকা তৈরী করে প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বানুসারে তালিকা থেকে আনুপাতিক হারে গ্রহন করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সর্বমোট ২০৫ জন দুঃস্থ নারীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য যে, লিগ্যাল এইড অফিসের তথ্যানুসারে ২০১৫ সালে চলমান মহিলাদের দায়ের করা মামলার সংখ্যা ১৫৯৩ টি এবং মহিলা সংস্থায় মামলা দায়েরের সংখ্যা ১২১ টি। এই ২ টি প্রতিষ্ঠান থেকে যথাক্রমে প্রাথমিকভাবে ৫% এবং ১০% সাহায্যার্থীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এভাবে ১৫০ জন নিয়মিত আইন সহায়তা গ্রহণকারীর মধ্য হতে নিয়মিত এবং অনিয়মিত (যারা নিয়মিত সেবা নেন না) আইন সহায়তা সাহায্যার্থীদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে নমুনা নির্বাচন

সারণী ১: নির্ধারিত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হতে নির্বাচিত নমুনা তালিকা

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা	**নিয়মিত**	**অনিয়মিত**	**মোট**
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	১৪৫, নিউ বেইলি রোড,ঢাকা	৩৪	৩২	৬৬
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)	১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা	২১	০৮	২৯
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)	৭/১৭, ব্লক-বি লালমাটিয়া, ঢাকা	১৫	১০	২৫
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	১০/বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা	২০	১৫	৩৫
বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি (BNWLA)	৪৮/৩, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা	১৫	১০	২৫
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (আইন সহায়তা সেল)	৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা	০৩	০৫	০৮
বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	মানবাধিকার ভবন, ৪ কলেজ রোড শাহবাগ, ঢাকা	০৭	০২	০৯
ব্র্যাক (লিগ্যাল এইড ডিভিশন)	ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা	০৫	০৩	০৯
মোট = ৮ টি প্রতিষ্ঠান		**১২০**	**৮৫**	**২০৫**

করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সর্বমোট এই ২৫০ জনকে রেজিষ্ট্রিভুক্ত ঠিকানায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে সাহায্যার্থীদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নিয়মিত সেবা গ্রহণকারী নারীদের মধ্য থেকে ১২০ জন এবং অনিয়মিত সেবা গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৮৫ জনকে নমুনা নির্বাচন করা হয়। সুতরাং সর্বমোট ২০৫ জন নিয়মিত ও অনিয়মিত সাহায্যার্থী নারীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে ।

গবেষণার এলাকা হিসেবে গবেষকদের যোগাযোগের সুবিধা ও আইন সহায়তা সেবা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের যৌক্তিকতায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে নিয়মিত ও অনিয়মিত সেবা গ্রহণকারীদের আলাদা উত্তরদাতা শ্রেণীভূক্ত করে বাংলা ভাষায় লিখিত সেমি-কাঠামোবদ্ধ খোলা ও আবদ্ধ উভয়প্রকার প্রশ্নসম্বলিত ও পূর্ব-পরীক্ষণের মাধ্যমে চূড়ান্তকৃত ২টি আলাদা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। জানুয়ারি-জুন ২০১৭ সময়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৭. ফলাফল বিশ্লেষণ

ক) উত্তরদাতাদের সাধারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উত্তরদাতা নারীদের গড় বয়স ২৫.৩৭ (নিয়মিত ২৭.০৩ ও অনিয়মিত ২৩.০৩) বছর এবং তাদের স্বামীর গড় বয়স ২৬.১১ (নিয়মিত ২৬.০৯ ও অনিয়মিত ২৬.১৪) বছর, গড় সন্তান সংখ্যা ৪ জন। উত্তরদাতাদের ৯৫ শতাংশ লেখাপড়ার জানলেও বেশিরভাগ (৭৮.০৩%) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পর আর লেখাপড়া করেননি। উত্তরদাতাদের শিক্ষার হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হবার প্রবণতা খুব কম পরিলক্ষিত হয়। আয় ও কর্মসংস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা উপার্জনমূলক কর্মের সাথে যুক্ত নন এবং তাদের মধ্যে চাকুরী এবং ছোটখাট কাজ বা হাতের কাজ করে পরিবারে বাড়তি কিছু নগদ অর্থের সংস্থান করছেন ৩৫ শতাংশ নারী- এদের মধ্যে ১৬% বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, ১৫.১২% কারখানা শ্রমিক এবং ৩.৪% গৃহকর্মে নিয়োজিত- যাদের গড় মাসিক আয় ৮,০৩৭ টাকা (নিয়মিত ৭,৩২৪ টাকা ও অনিয়মিত ৯,০৪৫ টাকা)।

সেবাগ্রহীতা উত্তরদাতা নারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই (৯৯.০২%) বিবাহিত এবং মাত্র ১.৪৬% অবিবাহিত। পরিবারের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় উত্তরদাতাদের ৮১.৯৫% একক পরিবারের সদস্য ও বাকী ১৮.০৪% যৌথ পরিবারের বসবাস করছেন। উল্লেখ্য যে ১-৩ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৪৪.৮৭%) এবং এদের মধ্যে সন্তান রয়েছে এমন পরিবারের হার ৮০.৯৭ শতাংশ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বত্র কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে পুরুষ নারীকে সঙ্গী না ভেবে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নারীর উপার্জিত অর্থ থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য এক অলিখিত বিধান হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া ৬৫% নারীরা কোনরূপ আয়মূলক কর্মের সাথে জড়িত নেই এবং তারা সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল। এ ধরণের পরনির্ভশীলতা পরিবারে তাদেরকে নীচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

খ) পারিবারিক নির্যাতন ও তা মোকাবেলায় গৃহীত উদ্যোগ: প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উত্তরদাতাদের বিয়ে পরবর্তী শ্বশুরবাড়ির আচরণ ভালো মনে করেন ২৫% নারী। বাকী ৭৫% নারী 'মোটমুটি ভালো' বা 'খারাপ' আচরণের শিকার। তবে পরবর্তিতে তারা প্রায় প্রত্যেকেই (৯৫.১২%) পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। এদের বেশিরভাগ নারীই (৬৯%) তাদের স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার আর তার কারণ হিসেবে ৫৬% যৌতুক, পরকিয়া ও ২য় বিয়ে, এবং বাকী ৪৪% পারিবারিক নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৮৩ (৬৯.১৬%) নিয়মিত এবং ৫৫ (৬৪.৭০%) অনিয়মিত সেবাগ্রহিতা নারী স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন। শুধুমাত্র শ্বশুড় শাশুড়ী কর্তৃক নির্যাতনের হার কম হলেও

(৩.৩৩%) ও (১.১৭%) স্বামী এবং শ্বশুর শাশুড়ীর উভয়ের নির্যাতনের চিত্র ভিন্ন। এক্ষেত্রে নিয়মিত সাহায্যার্থীদের ২৫ জন (২০.৮৩%) ও অনিয়মিতদের ১৭ জন (২০%) তাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে ভাই-বোন, ননদ-দেবর-ভাসুর, আত্মীয়, ছেলের বউ, এমনকি বাবা মার মাধ্যমেও নারীরা বিভিন্ন সময় নির্যাতনের শিকার হন। উত্তরদাতা সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৫৬.৬৬%) যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হন।

নির্যাতন পরবর্তী পদক্ষেপ কি ছিল সে প্রশ্নে অনেকেই মেনে নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। কারণ হিসেবে তারা 'উপায় নেই', 'কোথায় যাব', 'সন্তানের কথা চিন্তা করে এতদিন কিছু করিনি' এসব বিষয় উল্লেখ করেন। শুধুমাত্র ৪.৮৭% নারী প্রকারান্তরে নির্যাতনের কথা না বলতে পারলেও পারিবারিক অন্যান্য সমস্যায় তারা আইন সহায়তা সংস্থার কাছে আসেন বলে জানান। এই সমীক্ষায় দেখা যায় ৫৬.৬৬% নারী যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে আইন সহায়তাকারী সংস্থার স্মরণাপন্ন হয়েছেন বিচারপ্রার্থী হিসেবে। এর পরেই রয়েছে পারিবারিক সমস্যা যদিও বেশিরভাগ নারীই পারিবারিক সহিংসতার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত না থাকায় পারিবারিক ছোট ছোট সমস্যা গুলোকে আমলে নেয় না। স্বামীর পরকিয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর কারণে বিচারপ্রার্থী ৫.৮৩% জন এবং স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও যৌতুক দাবীর ফলে সৃষ্ট পারিবারিক সমস্যাগুলোর কারণে বিচারপ্রার্থী প্রায় একই হারে (৫%)। দেখা যায় আইন সহায়তা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৭% শারীরিক, ২৮% মানসিক, এবং ৩৪% উভয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আইন সহায়তা কেন্দ্রে আসেন- যাদের মধ্যে ৬৫% স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার। সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে যৌতুকের কারণে মামলা হয়েছে সবচেয়ে বেশি (৭২.৫%)। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যা (১৫.৩৮%), স্বামীর পরকিয়া ও ২য় বিয়ে (২২.৫%), পুলিশী নির্যাতন (১.৬৭%) অর্ন্তভূক্ত রয়েছে মামলার কারণ হিসেবে।

নির্যাতনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে থানায় গিয়ে জিডি করেন বা বা থানায় জিডি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কোর্টে গিয়ে মামলা করেন ৫৫.৮৩% নারী। প্রাথমিকভাবে জিডি করলেও বেশিরভাগ নারী দীর্ঘদিন নির্যাতন বা অত্যাচার সহ্য করে মেনে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে প্রথমে পারিবারিকভাবে এবং পরে সালিশ-মীমাংসা করে দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিতে থাকেন। যখন আর সহ্য করতে পারেন না তখনি আইনের আশ্রয় নিতে আসেন। অনেকে শুধুমাত্র সালিশ মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তির মাধ্যমে বছরের পর বছর পার করে দিয়েছেন–এমন উত্তরদাতাদের হার ১৫.৮৩% আর আইন সহায়তা কেন্দ্রে গিয়ে সাহায্য চেয়েছেন ১০% ও পারিবারিক ভাবে মীমাংসা করেছেন ১০.৮৩% নারী। পিত্রালয়ে চলে যাওয়া সেবাগ্রহিতার হার ১.৬৬%, মেনে নেয়া বা সহ্য করার চেষ্টা করা সাহয্যার্থীর হার ২.৫%, এবং ডিভোর্স বা তালাক দিয়ে চলে যাওয়া সেবাগ্রহিতার হার ৩.৩৩%।

গ) আইন সহায়তা সম্পর্কে ধারণা, আইন সহায়তা গ্রহণ ও পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণঃ গবেষণায় সেবাগ্রহীতা উত্তরদাতাদের মধ্যে আইন সহায়তা সম্পর্কে খুব কম ধারণা লক্ষ্য করা যায়। আইন সহায়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে ২৭% এর, আংশিক ধারণার আছে ১২% এর এবং আইন সহায়তা সম্পর্কে একবারেই বলতে পারে নাই ৪৬% নারী। গবেষণায় আইন সহায়তা প্রার্থীদের আইন সহায়তা সংস্থা খোঁজার কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় ৮১% নারীই আসেন প্রথমে আইন সহায়তাকারী সংস্থার সাথে পরামর্শ করার জন্য এবং আইন সহায়তা সম্পর্কে জানার মাধ্যম হিসেবে ২৫% এডভোকেট কিংবা অন্য সাহায্যার্থীর কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে নিজেদের বা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মেয়েদের কোন মতামত গ্রহণ করা হয়না। পরিবারের বিভিন্ন কাজকর্মে যেমন জমি কেনা, বাড়ী তৈরি, আসবাবপত্র কেনা ইত্যাদি বিষয়ে

কে সিদ্ধান্ত নেন এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৩২% জানান যে ঐ সমস্ত বিষয়ে স্বামীই সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়াও পারিবারিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শ্বশুর ও পরিবারের সকল ছেলে, ভাশুর, শ্বাশুড়ি ভূমিকা রাখেন। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৬৮% হলেও শুধুমাত্র পরিবারের আয়-ব্যয় এবং নিজেদের চলাফেরার ক্ষেত্র পর্যন্তই তাদের মতামত সীমাবদ্ধ থাকে। ১০০% উত্তরদাতাদের মতামত এই যে সমাজে নারীদের আইন সহায়তা বৃদ্ধি পেলে নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ বা নির্যাতন কম হবে কিন্তু এই আইন সহায়তা নিশ্চিত করতে কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয় সম্পর্কে অনেকেই জানেন না বলে মতামত দেন এবং আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে ৫৫.৮৩% বলেছেন যে সেখানে কেবল মামলার পরামর্শ ও খরচ পাওয়া যায়। দেখা গেছে আইন সহায়তা গ্রহনকারী নারীরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহন করতে পারলেও সেটা বেশিরভাগ (৬৮%) সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ঘ) আইন সহায়তা গ্রহণে অনুভূত অসুবিধাঃ আইন সহায়তা গ্রহণ করার পর অনেকে মামলার কথা শুনলেই ভয় পেয়ে যান, মামলায় জড়ানোকে আরো বড় সমস্যা বলে মনে করেন। যারা আইন সহায়তা সংস্থার কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থায় দেখা যায় ৪৬.৬৬% এর মামলা চলমান রয়েছে। সেবাগ্রহীতা নারীদের আইন সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ (৬৮%) সন্তোষ প্রকাশ করলেও তারা জানান, মামলার দীর্ঘসূত্রতা সবচেয়ে বড় বাধার (২৯%) সৃষ্টি করে। মামলা পরিচালনায় অধিক সময় ব্যয় হয় যা কিনা নারীদের ন্যায় বিচারকে লংঘিত করে। আইন সহায়তা প্রাপ্তীর ক্ষেত্রে দেখা যায় মামলায় সময় বেশি লাগাকে দায়ী করেন ২৯.১৭% নারী। নিয়মিত সেবাগ্রহীতাদের পরবর্তী অবস্থায় দেখা যায় ৪৬.৬৬% ক্ষেত্রে মামলা চলমান রয়েছে।

অনিয়মিত সেবাগ্রহীতাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৪.১১%) মাত্র ৪ সপ্তাহ বা তারও কম সময় যাবত আইন সহায়তা গ্রহণ করে সেবা নেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বাকী এক চতুর্থাংশ ১ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৩ মাস সেবা গ্রহণ করে সেবা নেয়া বন্ধ করেছেন। পূণরায় আইন সহায়তা না নেওয়ার কারণ হিসেবে পারিবারিকভাবে মীমাংসা/সালিশ মীমাংসা সম্পন্ন হয়ে যাওয়া ছিল সবচেয়ে বড় কারণ (৫১.৭৬%)। অন্যান্য কারণগুলো ছিল সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে কোর্টে মামলা দায়ের করে বিষয়টি নিস্পত্তির প্রচেষ্টা (১৪.১১%) এবং বেশি সময় লাগায় মামলা করায় অনীহা (১২.৯৪%)। অন্যদিকে সেবা না নেওয়ার কারণ হিসেবে স্বামীর সাথে ডির্ভোস হয়ে যাওয়া (৮.২৩%), পরবর্তীতে আর আইন সহায়তার প্রয়োজন হয়নি (৫.৮৮%) এবং এখনো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সংসার করে যাচ্ছেন (৭.০৫%) ইত্যাদি উত্তর এসেছে। অনিয়মিত সেবাগ্রহীতাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬২.৩৫%) পুনরায় সেবাগ্রহণে আগ্রহী নন। এদের বেশিরভাগ (৬২.২৬%) প্রয়োজন না থাকার কথা জানালেও প্রায় ১৯% মামলা করতে অনাগ্রহ ও ৫.৬৬ % মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন। আইন সহায়তা গ্রহণে বাধার কারণ হিসেবে পারিবারিকভাবে অসহযোগিতাকে অর্ধেকেরও বেশি নারী (৫০.৫৮%) দায়ী করেন। এছাড়াও নারী নির্যাতন মামলাগুলোর দ্রুত নিস্পত্তি না হওয়া (২৭.০৫%), সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা (২৫.৮৮%), আদালত সম্পর্কে অনিহা (১৭.৬৪%), আইন সহায়তা বিষয়ে অজ্ঞতা (১৫.২৯%), পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে অজ্ঞতা (১১.৭৬%) ইত্যাদি কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চ) আইন সহায়তা সংস্থার কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণে সুপারিশঃ গবেষণায় আইন সহায়তা সংস্থার কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ বিশ্লেষণে দেখা যায় সবচেয়ে অধিক সংখ্যক (৭০%) উত্তরদাতা দ্রুত মামলা নিস্পত্তির বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করেন। অন্যদিকে আইন সহায়তা গ্রহণে বাধার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক অসহযোগিতাকেই (৫১.৭৬%) দায়ী

করেন। আইন সহায়তার সমস্যা মোকাবেলায় সেবাগ্রহীতাদের সুপারিশ অনুসন্ধানে দেখা গেছে সাহায্যার্থীদের মধ্যে উত্তর জানা নেই এমন বলেছেন ৮০.৮৩% উত্তরদাতা এবং বাকী ১৯.১৭% যারা বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো সুপারিশ তুলে ধরেছেন এবং প্রায় সবাই একাধিক উত্তর দিয়েছেন। সেবাগ্রহীতাদের মতে আইন সহায়তা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া যায় তা হচ্ছে- দক্ষ কর্মীর নিয়োগ বৃদ্ধি (২৯.৩৫%), বাস্তবভিত্তিক আইন প্রণয়ন (২০.১৮%), নারী নির্যাতন বিরোধী যুগপোযোগী নতুন আইন তৈরী (১৫.৫৯%), নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করা (১১.৯২%), নারী নির্যাতন বন্ধ ও রোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ (৮.২৫%), নির্যাতন বিষয়ক প্রচারনা বাড়ানো (৬.৪২%), সরকারিভাবে নারী নির্যাতন বিরোধী অনুষ্ঠানের প্রচার বৃদ্ধি (৫.৫০%), ইত্যাদি।

৯. সুপারিশ ও উপসংহার

নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতার কারণসমূহ সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রথিত আর তাই তা প্রতিরোধে আইন সহায়তা সেবা কার্যকর করতে বহুপক্ষীয় ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন একান্ত প্রয়োজন। ঢাকা শহরের আইন সহায়তা সেবাগ্রহীতাদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাগুলো দূর করার ক্ষেত্রে নিমোক্তভাবে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা যায়:

ক. আইনগত সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দরিদ্র বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী ও বিচারকগণের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ব্যাপক প্রচারণা ও গণসচেতনতা একান্ত কাম্য;

খ. সমন্বয়কারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করা এবং জেলা জজের কাছে প্রতিবেদন প্রদানে তার দায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী করাত উচিত। গৃহ-পরিদর্শন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

গ. আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলা কমিটির মাসিক বৈঠক আরো নিয়মিত হওয়া উচিত। কমিটির বৈঠক যেহেতু মাসে একবার অনুষ্ঠিত হয়, বৈঠকে কোরাম সংকট দূর করার জন্য কমিটির সদস্যদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

ঘ. দুঃস্থ-অসহায় নারীদের আইন সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে আয়ের সীমা পরিবর্তন করা উচিত। কেননা বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বার্ষিক গড় আয়ের সর্বোচ্চ সীমা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৩ আদেশের ১নং বিধির সাথে সাংঘর্ষিক;

ঙ. সাহায্যার্থিদের মামলার খরচ বহনের পাশাপাশি আদালতের ফি, কমিশন ফি, মূলতবী ফি, প্রয়োজনে সাক্ষীর টিএ/ডিএ প্রদান এবং অন্যান্য বিবিধ প্রাসঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্য আইনজীবীদের কিছু অগ্রীম টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার;

চ. সরকারি-বেসরকারি আইন সহায়তা প্রদান সংস্থাগুলোতে অভিজ্ঞ নারী আইনজীবী ও কর্মীর নিয়োগ বৃদ্ধি করা উচিত;

ছ. নারী আইন সহায়তা সেবাগ্রহীতাদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করা উচিত, সেই সাথে শিশুদের জন্য প্রতিটি সংস্থায় আলাদা বিশ্রামাগার রাখা দরকার;

জ. সিনিয়র আইনজীবীগণ আইন সহায়তা প্রদানের মামলা গ্রহণ করেন না কম ফি থাকার কারণে। সেহেতু আইন সহায়তা কেন্দ্রগুলোকে জটিল মামলার ক্ষেত্রে ফি বাড়িয়ে সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে;

ঝ. দুঃস্থ অসহায় নারীদের মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে আদালতগুলোর আইন সহায়তা কেন্দ্রগুলোকে সহযোগিতা করা উচিত;

ঞ. বয়স্ক, শিশু ও নারীদের অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে গ্রহণ প্রয়োজন, সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

শহরাঞ্চলে নারীর জীবন যাত্রায় নারীকে লাঞ্ছিত হতে হয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী সব নীরবে সহ্য করে যান। আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের এই নীরবতা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীদের উপর সংঘটিত সকল নির্যাতনের বা সহিংসতার বিরুদ্ধে আইন সহায়তা সংস্থাগুলো কাজ করে নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে আইন সহায়তা গ্রহণের ব্যাপারে। অনেক সময় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নারী সহিংসতায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে। এত কিছুর পরও গবেষণায় দেখা যায় শহরে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নারীরা তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন। অনেকে আইন সহায়তা নিয়েও আবার মধ্যস্থতায় সংসার করে যাচ্ছেন। কেউ কেউ নানান সমাজ-বাস্তবতায় সমস্যাগুলোকে মেনে নিয়েই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যারা নিতান্ত বাধ্য হয়ে আইন সহায়তা সংস্থায় এসেছেন তাদের অনেকেই সংসার, সন্তান এমনকি নিজের বসবাসের ঠিকানাটা পর্যন্ত হারিয়েছেন। এছাড়াও নারীরা নানা প্রতিকূলতায় আইনসহায়তা নিতে আসলেও অনেক সংস্থাই তাদের পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারেনা। ফিরিয়ে দিতে পারেনা তাদের বাঞ্ছিত অধিকার। আছে সম্পদ ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতাও। এতকিছুর পরও আইন সহায়তা কেন্দ্রগুলো নারীদের জীবনে মরুর বুকে মরুদ্যানের মতো। নারীরা এখন সহজে আইন সহায়তা সংস্থাগুলোতে কিংবা ফোনে হটলাইনে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছেন। নারীদের সকল সমস্যায় আইন সহায়তাকারী সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে- যদিও দেখা যায় সংস্থাগুলোর মাঝে নানা অসঙ্গতি এবং প্রয়োজনের তূলনায় কার্যক্রমের স্বল্পতা। সমাজের এক বৃহৎ অংশ, নারীর প্রতি সংগঠিত পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যায় র্জজরিত যে নারী, সে আজ স্বপ্ন দেখে এগিয়ে চলার কিংবা যে নারী আজ এগিয়ে গেছে বহুদূর অথবা যে নারী আজো পায়নি তার ন্যায্য অধিকার, বিচারহীনতা তাদের সবাইকে ব্যথিত করে। নারীর প্রতি সহিংস ঘটনাগুলোর ভয়াবহতা নারীকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য করেছে রাষ্ট্র, সমাজ, এমনকি পরিবারও। এই যুগে সহিংসতা নারীর জয়ের আনন্দে এনে দিয়েছে পরাজয়ের গ্লানি। সেই গ্লানি দূর করে একটি সমৃদ্ধশালী সমাজের গর্বিত অংশিদার হয়ে নারীকে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে যথোপযুক্ত আইন সহায়তা সেবা কার্যক্রম।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মাহমুদা চৌধুরী। *নারী: অর্ধেক পৃথিবী*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৩

২ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (pdf), Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affais, Dhaka: Bangladesh Secretariat, 2019

৩. Md. Asaduzzaman, "Access to Justice and Legal Aid in Bangladesh 2019", *Academia*, Retrieved from: https://www.academia.edu/1526562/Access_to_Justice_and_Legal Aid in Bangladesh, access date: 19/12/2019

৪ Wikipedia (Bangla), https://bn.wikipedia.org/wiki/নারীরপ্রতিসহিংসতা, Accessed on 16/12/2019

৫ Nashid Tabassum Khan et. al, (Nashid Tabassum Khan, Asma Begum, Tayyaba Musarrat Jaha Chowdhury, Bishwajit Kumar Das, Farhana Shahid, Saizuddin Kabir, Meherunnessa Begum), "Violence against Women in Bangladesh", *Delta Medical College Journal*, Vol.5, no. 1, (January 2017): 25-29

৬ WHO, "Violence against women: Definition and scope of the problem" 1, 1-3 (PDF) *World Health Organization*, July 1997. Access date, 17 Dec. 2019

৭ মোঃ আখতারুজ্জামান, *বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারনা ও আইন এবং আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০*, ঢাকা: *শব্দকলি প্রিন্টার্স*, ২০০৭

৮ *New Encycloepedia of Britannica*, Retrived from: https://www.britannica.com/topic/legal-aid

৯ মোঃ আখতারুজ্জামান। প্রাগুক্ত

১০ Nusrat Ameen, "The Legal Aid Act, 2000: Implementation of Government Legal Aid versus NGO Legal Aid", *The Dhaka University Studies,* Part –F Vol. XV (2), (December 2004): 59-82

১১ বর্তমান গবেষণায় আইন সহায়তা বলতে কোন আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের সেবা ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

১২ Moradian Azad, "Domestic Violence against Single and Married Women in Iranian Society". *Tolerancy.org. The Chicago School of Professional Psychology*. 10 September, 2010. (Collected from Wikipedia)

১৩ Odhikar, *Annual Human Rights Report 2019, Bangladesh*. 8 February 2020. Retrived from: *Annual-HR-Report-2019Eng.pdf*

১৪ আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), **"২০১৯ সালের সার্বিক মানবাধিকার-পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনকঃ আসক",** (বংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৯: আসক এর পর্যবেক্ষণ- শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের উপর প্রতিবেদন। *ডিসি নিউজ*, (ঢাকা: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯), *https://dcnewsbd.com/2019/12/31/২০১৯-সালের-সার্বিক-**মানবা/***

১৫ দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকা: ১৫.১০. ২০১৫)

১৬ R. N. Sharma, *Fundamental Rights, Liborty and Social Order,* Delhi: Deep & Deep Publications, 1992

১৭ মোঃ আখতারুজ্জামান। প্রাগুক্ত

১৮ Nicholas Biswas, "Ensuring access of the poor to justice through legal aid mechanism", *The Financial Express* (May 09, 2016 Updated: October 24, 2017), Accessed on 21 March, 2020

১৯ শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, পারিবারিক নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘন এবং অপরাধ, ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ২০০৫

২০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের জেন্ডার বাজেট ২০১৫-১৬*, **ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫**

২১ মানসুরা হোসেন, "আমরা নারী আমরাই পারি- স্বামীর ঘরেই বেশি মানসিক নির্যাতন", *দৈনিক প্রথম আলো* (ঢাকা: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

২২ Md. Asaduzzaman, "Access to Justice and Legal Aid in Bangladesh 2019", *Academia,* Retrieved from: https://www.academia.edu/1526562/Access to Justice and Legal Aid in Bangladesh, access date: 19/12/2019

২৩ www.lawyersnjurists.com, "Free Access to Justice for the Poor through Legal Aid: Bangladesh Perspective", Retrieved from: https://www.lawyersnjurists.com/article/free-access-justice-poor-legal-aid-bangladesh-perspective/ Accessed on 27 Nov. 2017

২৪ তথ্য ও পরিসংখ্যান বোর্ড, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, ঢাকা, ২০১৮

২৫ প্রাগুক্ত

২৬ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০, আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৪ এবং আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা ২০১১'*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ অর্থ মন্ত্রণালয়, *জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, অর্থ বিভাগ, ২০১৫, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার